হাব/নির্বাচন-২০২১-২০২৩/আচরন বিধি/৩৫৩ ২৮ নভেম্বর ২০২১ ইং

প্রাপক ঃ সকল সম্মানিত ভোটারবৃন্দ
হাব নির্বাচন ২০২১-২০২৩ ইং

প্রেরক ঃ খন্দকার শামসুল আলম, চেয়ারম্যান
নির্বাচন বোর্ড, হাব নির্বাচন ২০২১-২০২৩

বিষয় ঃ **নির্বাচন সংক্রান্ত আচরন বিধি।**

জনাব,

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ইং রোজ বৃহস্পতিবার হাব নির্বাচন ২০২১-২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। ইনষ্টিটিউশন অব ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, ভিআইপি রোড, কাকরাইল ঢাকায় এবং আঞ্চলিক অফিস চট্টগ্রাম ও আঞ্চলিক অফিস সিলেটে সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ করা হবে। স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ও প্রতিপালনের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত নির্বাচনী আচরন বিধি ঘোষনা করা হ'ল ঃ

১। (ক) নির্বাচন উপলক্ষে বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোষ্টার, চিকা অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবেনা।
(খ) মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।
(গ) ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A4 Size এর প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাবে না।
(ঘ) কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল, রেঁস্তোরা বা কমিউনিটি সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়নের আয়োজন এবং উহাতে অংশগ্রহন করতে পারবেন না।
(ঙ) নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভার আয়োজন করা যাবে।
(চ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকার পর হতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।
(ছ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত **ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহার** এবং ভোটকেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তাহার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোষ্টার বহন সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ থাকবে।
(জ) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।

২। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিত সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্য বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাবেনা।

৩। এ নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হলে অথবা এ বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নির্বাচন বোর্ড বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপীল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপীল দায়ের করবেন। আচরণবিধি লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে আপীল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এরূপ অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য আপীল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। আপীল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত করা হবে। নোটিশ বোর্ডে এ বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলে গণ্য হবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপীল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

৪। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন। নির্বাচন বোর্ড, আপীল বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নির্বাচনী প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ভিন্ন অন্য কাহারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকবে না।

৫। ভোটার আইডি কার্ড ব্যতিরেকে কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

৬। ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে এক সংগে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাহিরে ব্যালট পত্র নেয়া যাবেনা।

৭। ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড, আপীল বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালটের

চলমান পাতা-২

মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদেশের বিধান লংঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হতে বহিষ্কার করতে পারবেন।

৮। প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবল মাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান/আসনে অবস্থান করতে পারবেন এবং কেবল মাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধি মোতাবেক প্রবেশ করতে পারবেন।

৯। কোন প্রার্থী, ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সংগে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারনায় লিপ্ত হতে পারবেন না।

১০। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ভোটার ব্যতীত অন্য কেহই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত নহে কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণবিধি লংঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি দাখিল করতে পারবেন।

১১। নির্বাচন বোর্ড এইরুপে দাখিলকৃত আপত্তি, অভিযোগের সুরাহা করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচনী কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারনায় লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আপীল বোর্ডে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তার প্রার্থীপদ বাতিল করা যাবে।

১৩। নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারন করবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকবে এবং ব্যালট পত্র আবশ্যিকভাবে বাণিজ্য সংগঠনের সীল ও নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সম্বলিত হতে হবে। অন্যথায় উহা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪। শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার, সাহায্যকারী ব্যতীত ভোট দানে অপারগ হলে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্য হতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করবেন।

১৫। ভোট গ্রহণ প্রারম্ভের অন্তত: ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বচন প্রার্থীগণের/প্রতিনিধির (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করে ব্যালট বাক্সের শূন্যতা নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক বাক্সটি বন্ধ ও সীল করবেন এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে ব্যালট বাক্সটি স্থাপন করবেন।

১৬। নির্বাচনী তফসিলে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন।

১৭। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে কোন প্রার্থী ভোট গণনার সময় নিজে উপস্থিত না থাকলে নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন।

১৮। নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল না থাকলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

১৯। **একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।**

২০। **একজন প্রার্থী একই পদের একাধিক মনোনয়নপত্র জমা করলেও তার একটি মনোনয়নপত্রকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ করা হবে।**

২১। **একই ব্যক্তি কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক উভয় পদে মনোনয়ন পত্র জমা করলে দুটিই বাতিল বলে গন্য হবে।**

২২। কেন্দ্রীয় কমিটির ২৭টি পদের মধ্যে ঢাকার জন্য ২১টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য ৩টি এবং সিলেট অঞ্চলের জন্য ৩টি সর্বমোট ২৭টি পদে ভোট প্রদান করা হবে। আঞ্চলিক কমিটির ক্ষেত্রে ঢাকা অঞ্চলের ভোটাররা ১৩টি পদের জন্য ১৩টি ভোট প্রদান করবেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভোটাররা ৭টি পদের জন্য ৭টি ভোট প্রদান করবেন এবং সিলেট অঞ্চলের ভোটাররা ৭টি পদের জন্য ৭টি ভোট প্রদান করবেন। উক্ত সংখ্যার বেশী/কম হলে এবং কাটাকাটি, ওভার রাইটিং সম্বলিত অস্পষ্ট ও ব্যালট পত্রের নির্দেশাবলী লংঘন করলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

২৩। **ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের ডান দিকের নির্দিষ্ট স্থানে ×(ক্রস) চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে হবে। ক্রস চিহ্ন প্রার্থীর নামের নির্দিষ্ট ঘরের উপরের ও নিচের লাইন অতিক্রম করতে পারবে না।**

২৪। ভোট গণনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন বোর্ড ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পত্র বের করে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করত: ভোট গণনা শুরু করবেন এবং গণনা শেষে প্রাথমিক ফলাফল ঘোষনা করা হবে।

উপরেল্লিখিত আচরন বিধি লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তার প্রার্থীপদ বাতিল করা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড এর সংরক্ষনে থাকবে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে

খন্দকার শামসুল আলম
চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড
হাব নির্বাচন ২০২১-২০২৩